দৈনিক জনকণ্ঠ

54

তারিখ 09 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল এবং ছাত্র সমাজের হারানো ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সচেতন মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলামনাই কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা দানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই আহ্বান রেখেছেন। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস নির্মূল এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য ইতোপূর্বে দেশের রাজনীতিক মহলসহ ছাত্র-শিক্ষক সমানভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, কোন প্রচেষ্টাই অদ্যাবধি শুভ ফল বয়ে আনতে পারেনি। দেশে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও রক্তপাত বন্ধ করার জন্য কোন কোন মহল ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার তাগিদ দিয়ে আসছে। ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করার জন্যও বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও রক্তপাতের কারণসমূহ এখনও সঠিকভাবে চিহ্নিত কেউ করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা দিনের পর দিন বিঘ্নিত হচ্ছে, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসী কাজ চলছে এবং দিনে দুপুরে ছাত্র হত্যা করা হচ্ছে।

এই অবস্থায় কেবল শিক্ষাঙ্গনই কলুষিত হচ্ছে না, সমগ্র সমাজ কলুষিত হয়ে পড়ছে এবং যে ছাত্র সমাজ দেশবাসীর কাছে একদা আদর্শবাদী বলে পরিচিত ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল আজ সেই ছাত্র সমাজের মানমর্যাদা ও ভাবমূর্তি ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। এজন্য দায়ী কারা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। একদা ছাত্র সমাজ ছিল দেশের অন্যতম দিশারী, আজ সেই ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজ বিপদগামী কেন? কেন তারা শিক্ষার পথ থেকে বিচ্যুত এবং সন্ত্রাসী বলে সকলের কাছে ঘৃণিত? ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে, রক্তপাত ঘটাচ্ছে, যার জন্য সমগ্র জাতিকে আজ মাথা হেঁট করে রাখতে হচ্ছে!

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের মূল কোথায় তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর তৎপরতা বন্ধ করলে কিংবা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করলেই শিক্ষাঙ্গন শান্ত হবে, শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে, রক্তপাত বন্ধ হবে এরূপ ভাবার কোন অবকাশ আছে কিনা সেটাও ভালভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ এবং এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হলে তার শুভ প্রতিক্রিয়া দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে বাধ্য। সমগ্র জাতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। সমস্যার গভীরে গিয়ে সন্ত্রাসের আর্থ-সামাজিক কারণগুলোর ওপর যদি বেশি করে গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে সন্ত্রাস সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হবে। আমাদের দেশে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক দলগুলোর সহনশীলতার অভাব যেভাবে প্রকট আকার ধারণ করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিন সামরিক শাসন বহাল থাকার কারণে সকল মহলের গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব ও সন্ত্রাসীদের বিচারে দীর্ঘসূত্রতাও সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করেছে। সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে, সকল বুদ্ধিজীবী মহলকে এবং ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকগণকে সমান দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও শিক্ষার পরিবেশ পুনর্জীবিত করতে হলে কোচিং ব্যবসা, ফটোকপি ও নোট বইয়ের সংস্কৃতির হাত থেকে ছাত্র সমাজকে মুক্ত করতে হবে। অপসংস্কৃতি ছাত্র সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পা রাখতে উস্কানি যে দিয়ে। দেশবাসী দেখতে চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস মুক্ত হোক, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অতীতের ন্যায় আদর্শবাদী শিক্ষার্থী হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করুক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় হয়ে উঠুক প্রাচ্যের অক্সফোর্ড।